দৈনিক সংবাদ

134

তারিখ ... MAY 21 1999 ..
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

১শ' ছাত্রকে ডেকেছে তদন্ত কমিটি

বুয়েট কবে খুলবে কেউ জানে না

॥ কৈলাস সরকার ॥

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কবে খুলবে বন্ধের ২৩ দিন পর এখনো কেউ জানে না।

বুধবার থেকে ১ম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। কবে ভর্তি শুরু হবে তাও কেউ জানে না। বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষাও অনিশ্চিত। বুয়েটে ভাঙচুর ও সন্ত্রাসী ঘটনায় তদন্তের জন্য শতাধিক ছাত্রকে শোকজ করা হয়েছে। মৌখিকভাবে বক্তব্য দেয়ার জন্যও অনেককে ডাকা

কমিটি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

কমিটি ঃ ডেকেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষ তাকিয়ে রয়েছেন তদন্ত কমিটির দিকে। তদন্ত কমিটি সূত্র জানিয়েছে, আরো এক সপ্তাহ লাগবে রিপোর্ট দিতে। তবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা শেষ হলে বুয়েট খোলা হবে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। দীর্ঘ দুবছরের সেশন জট আরো পাকাচ্ছে।

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে যেসব পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দেয় তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল বুধবার ১৯শে মে হতে। কিন্তু বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ নুরুদ্দিন আহমেদ সংবাদকে জানান, ভর্তি প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত। এ প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হবে- এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (পত্রিকায়) সবাইকে জানানো হবে। এখন এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না।

একই সাথে বন্ধ রয়েছে বুয়েটের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা। ইতোমধ্যে লেভেল-৪, টার্ম-২-এর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা শুরু করার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের যেসকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া গত বুধবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল তাদের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা আগামী নভেম্বর মাসে। কিন্তু এখন সে বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ দুবছরের সেশন জটের কারণে বুয়েটে এখন ৪টি ব্যাচের স্থলে ৬টি ব্যাচ রয়েছে।

গত ২৬ ও ২৭শে এপ্রিলের ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুয়েট বন্ধ ঘোষণাসহ যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ঘটনার তদন্তের জন্য এক দিন বাদে ৬ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। মেকানিক্যাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মন্ডলের নেতৃত্বে এ তদন্ত কমিটির উপর যাবতীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বুয়েট কর্তৃপক্ষ।

তদন্ত কমিটির এক সদস্য গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত দিয়ে জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তের জন্য ১শ' ছাত্রকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শোকজও রয়েছে। এছাড়াও অনেককে টেলিফোন বা অন্যভাবে ডাকা হয়েছে তথ্য সংগ্রহের জন্য। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সূত্র জানান, ছাত্র ছাড়াও অনেককে ডাকা হচ্ছে।

সূত্র জানান, তদন্তের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে এ কমিটিকে তদন্ত কমিটি বলা চলে না, এটি একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি।

সোমবার বুয়েটের সিনিয়র শিক্ষকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সূত্র জানান, এ সভায় বুয়েট খুলে দেয়া, ১ম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু, টার্ম ফাইনাল পরীক্ষাসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারেনি। সূত্র জানান, সভা থেকে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরে বুয়েট খুলে দেয়ার একটি প্রস্তাব করা হয়। সভা সূত্র আরো জানান, আগামী ২০ অথবা ২১শে জুনের পর বুয়েট খুলে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বুয়েটের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে তাও অপরিবর্তিত রয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার পর তা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়েও অনেকে শংকিত। শিক্ষকরা বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধসহ ছাত্র সংসদকেও বিলুপ্ত করার দাবি অব্যাহত রেখেছেন। ছাত্র সংসদসহ বুয়েটের ছাত্র সংগঠনগুলো বর্তমানে নীরব রয়েছে।